নারীর চোখে লাতিন বিশ্ব

স্প্যানিশভাষী দুনিয়ার লেখিকাদের গল্প সংকলন

মূল স্প্যানিশ থেকে সংকলন ও বাংলা অনুবাদ

জয়া চৌধুরী

নারীর চোখে লাতিন বিশ্ব
সংকলন ও বাংলা অনুবাদ : জয়া চৌধুরী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৩৭৫ টাকা

Narir Chokhe Latin Bishwa translated by Jaya Choudhury Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-E-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: August 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 375 Taka RS: 375 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97730-3-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাসহ পাপিয়া ভট্টাচার্যকে...

ভূমিকা

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে পড়ুয়া বাঙালিদের কেই বা না চেনেন! কিন্তু বাঙালি পাঠককে বলি তাঁর কনিষ্ঠ বোন সিলভিনা ওকাম্পোর কথা। হিস্পানিক মডার্ন সাহিত্যে সিলভিনা ওকাম্পো বললে যে ভাবমূর্তিটি পাওয়া যায় তা হলো এক রহস্যময়ী সিডাকটিভ ও শক্তিশালী লেখকের ভাবমূর্তি। হ্যাঁ, অনেক ভেবেই 'সিডাকটিভ' শব্দটি নির্বাচন করতে হলো। এর বাংলা তর্জমাও ঠিক ততখানি প্রভাব ফেলতে পারে না বলেই ইংরেজি শব্দটিই রেখে দিলাম। সমালোচকেরা সিলভিনাকে অলোকদৃষ্টিসম্পন্ন লেখক বলেও বর্ণনা করেছেন। সারা জীবনে তিনি গল্প কবিতা উপন্যাস সবই লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থের মধ্যে La furia বা ক্রোধ, Las invitadas e Informe del Cielo y del Infierno বা অতিথিবৃন্দ এবং স্বর্গ ও নরকের তথ্য, Las repeticiones y otros cuentos বা পুনরাবৃত্তি ও অন্যান্য গল্প ইত্যাদি। শিশুচরিত্র তাঁর লেখায় এমনভাবে ফুটেছে তা যেন গোধূলির আলোয় ভাঁজে ভাঁজে খুলে দেখানো। সিলভিনার গড়ে ওঠার বয়সে তাঁর ওপর লুইস ক্যারলের দারুণ প্রভাব পড়েছিল। তাঁর মতে, 'শিশুরা "ছোট ডিটেকটিভ"। তারা যেন কৌতূহলে দূষিত, নিষ্ঠুরতা ও ত্যাগে মহিমান্বিত এবং অজ্ঞাতসারেই আবেদনময়।' একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তাঁর লেখায় একটি দশ বছরের বালিকা প্রায়শই প্রচ্ছন্ন থাকে। তিনি কি তবে বালিকা বয়সের হ্যাংওভার কাটাতে পারেননি? সিলভিনা স্বীকারই করে নেন সে কথা। বলেন এরকমই থেকে যাবেন তিনি সারা জীবন। তাঁর লেখায় নিয়তি বড় নির্দয় ও মহান হিসেবে এসেছে বরাবর। তাঁর গদ্য বড় সংযত ও স্বল্পে বিরাটের প্রকাশ। সেখানে মৃত্যু যেন ভয়ানক লোভী এক চরিত্র। তা এসেছে কখনো বন্যায়, কখনো ট্রেন দুর্ঘটনায় বা কখনো টাইফয়েডে। রহস্যময়তা তাঁর লেখাকে চাপা ছমছমে ভাব দিয়ে গেছে। আর্জেন্টিনার আরও এক সাহিত্যিকের লেখা এ বইতে রাখা হয়েছে। তিনি হলেন আনা মারিয়া শুয়া। মূলত ফ্ল্যাশ ফিকশন বা মাইক্রো ফিকশনের জন্য শুয়া বিখ্যাত। আর্জেন্টিনার জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য এই লেখক আশিটির বেশি বইয়ের রচয়িতা। স্প্যানিশ ভাষার গুরুত্বপূর্ণ গুগেনহাইম স্কলারশিপ তাঁকে দেয়া হয়েছিল। আর্জেন্টিনার স্বৈরাচারী আমলে তিনি নির্বাসনে চলে যান ফ্রান্সে। ফিরে আসার পরে ১৯৮০ সালে প্রথম উপন্যাস প্রকাশ করেন Soy paciente আমি ধৈর্যশীল। তারপরে অসংখ্য সৃষ্টি করেছেন। শেষ প্রকাশিত উপন্যাস ২০১৬ সালে

Hija মেয়ে। এ বইতে এমন একটি গল্প বাছা হয়েছে যে বিষয়ে কোনো লাতিন গল্প আমি আগে পড়িনি।

আধুনিক স্প্যানিশ সাহিত্যে হাতে গোনা যে কয়েকজন সাহিত্যিককে নিয়ে সারা পৃথিবীতে কৌতূহল তাঁদের অন্যতম হলেন ইসাবেল আইয়েন্দে, চিলের নিহত রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আইয়েন্দের পরিবারের একমাত্র জীবিত মানুষ। চিলের নারীবাদী আন্দোলনের এক অগ্রসর মুখ এবং স্প্যানিশ সাহিত্যের ম্যাজিক রিয়ালিজম ধারার মার্কেসের পরে সর্বাধিক বিক্রিত কলম। ইসাবেলের প্রথম প্রকাশিত বই La casa de los espiritus অর্থাৎ ভূতেদের বাড়ির এ বছর মানে ২০২৩ সালে পৃথিবীর সমস্ত স্প্যানিশভাষী দেশ জুড়ে চল্লিশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সে বই এখনও পর্যন্ত ৪০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই বইতে সেখান থেকে একাধিক গল্প নির্বাচন করা হয়েছে। ইসাবেলের প্রকাশিত উপন্যাস ২৫টির বেশি। এখনও পর্যন্ত তাঁর ১৬ মিলিয়ন সংখ্যক বই বিক্রি হয়েছে। অর্থাৎ এক কোটি ষাট লক্ষ কপি বই কিনেছেন তাঁর পাঠক। ২০০৪ সালে রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম প্রদান করেন। এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। ১৯৯১ সালে ইসাবেল তাঁর ২৯ বছর বয়সী মেয়ে পাউলাকে অ্যাকিউট পোরফিরিয়া রোগে হারান। মৃত্যুর আগে মাসের পর মাস পাউলা কোমায় ছিল। মেয়েকে এ অবস্থায় দেখতে দেখতে তিনি একটি লেখা লিখতে শুরু করেন। যেটি ক্রমে আত্মজীবনী হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত পাউলা মারা যায় এবং ইসাবেল লেখাটি শেষ করে দেন। বইটি সমালোচক প্রশংসিত এবং পাঠকধন্য হয় মিলিয়ন মিলিয়ন কপি। কিন্তু এই ঘটনার পরে দীর্ঘসময় তাঁর মন সম্পূর্ণ ফাঁকা অসাড় হয়ে পড়ে। কিছুই আর লিখতে পারছিলেন না। তৎকালীন স্বামী তাঁকে ভারতের রাজস্থানে নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য, ঘোরাফেরা করলে যদি মন হালকা হয়। সেখানেই একদিন একটি ঘটনা ঘটে। একদিন বেড়াতে যাবার পথে তাঁদের গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। কাছেই একটি গ্রাম ছিল। সেখানে দেখা হয়ে যায় একদল গ্রামীণ মহিলার সঙ্গে। একটি মেয়ে চট করে তাঁর হাতে একটি প্যাকেট ধরিয়ে দেয়। ইসাবেল অবাক হয়ে সেটা খুললে দেখেন সেটি একটি কন্যাসন্তানের মৃতদেহ। শরীরের নাড়ি তখনও উষ্ণ রয়েছে। ইসাবেলের ড্রাইভার সেটি নিয়ে ধমক দিয়ে ফেরত দিয়ে দেয় মেয়েটির হাতে। ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে ইসাবেল মেয়েটি এ কাজ কেন করল তার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দেয়—এ তো মেয়ে। মেয়েমানুষ কে চায়!—এই ঘটনা ইসাবেলের মনকে প্রবল ধাক্কা দেয়। সে ট্যুরের পরে মার্কিন দেশে ফিরেই তিনি স্থাপন করেছিলেন মেয়েদের কল্যাণে পাউলা একটি ফাউন্ডেশন। অন্যান্য সূত্র ছাড়াও তাঁর বই বিক্রির একটি লভ্যাংশও এতে যায়। আজ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক নারী এ প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হয়েছে।

হিস্পানিক সাহিত্যের জগতে মেক্সিকোর সাহিত্য এত উন্নতমানের যে এ বইতে বেশ কয়েকজন লেখককে তুলে আনতে হয়েছে। লাউরা এসকিভেল, আমপারো দাভিলা, গুয়াদালুপে নেত্তেল, এলেনা পোনিয়াতৌস্কা—এই চারজনের গল্প নেয়া হয়েছে। লাউরা এসকিভেল বা এলেনা পোনিয়াতৌস্কা দুই সাহিত্যিকই জীবিত, নব্বইয়ের কোঠায় বয়স। এলেনা আবার অত্যন্ত বিখ্যাত সাংবাদিকও বটে। এদের মধ্যে সবচেয়ে আড়ালে থাকা সাহিত্যিকের নাম আমপারো দাভিলা। ব্যক্তিগত জীবনেও নির্জনবাসী আমপারোর লিখনশৈলীও ফ্যান্টাস্টিক এবং আনক্যানি এই দুই ধরনের মিশ্রণ। পশুরা তাঁর লেখায় চরিত্র হয়ে থাকে এমন এক জগতের কথা বলতে, যে জগৎ আমাদের ঘিরেই ছিল অথচ কেউই কখনো খেয়াল করে দেখিনি। দাভিলার প্রথম গল্পগ্রন্থ Tiempo destrozado বা ভাঙা সময় ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর দার্ঢ্য বৈশিষ্ট্য পাঠকের শ্রদ্ধা অর্জন করে নেয়। অথচ তার মাত্রই ছ'বছর আগে সে দেশে মেয়েরা ভোটাধিকার পেয়েছিল। বস্তুত পঞ্চাশের দশকে মেক্সিকোর সাহিত্যজগতে রোসা কাস্তেইয়ানো বা এলেনা গাররোর মতো নারী সাহিত্যিকেরা দাপিয়ে বেড়িয়েছিলেন। উনি নিজেও প্রবাদপ্রতিম সাহিত্যিক আলফোনসো রেইয়েসের সহকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি সাহিত্য রচনা শুরু করলে তখনকার পুরুষ সাহিত্যিকেরাই তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বা উৎসাহ দিয়েছিলেন। এই সংকলনে ভাঙা সময় বই থেকেই গল্প নির্বাচন করা হয়েছে। আরেক লেখক জীবিত কিংবদন্তি সাংবাদিক এলেনা পোনিয়াতৌস্কা সেরভান্তেস পুরস্কারসহ অগণিত পুরস্কারে সম্মানিত। ঊনত্রিশটি ভাষায় তাঁর লেখা অনূদিত হয়েছে। এইবার বাংলাতে হওয়ায় ত্রিশ বলতে পারি। বিচিত্র বিষয়ে তিনি লিখেছেন। তবে উপন্যাস গল্পের চেয়েও নিবন্ধ প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক বেশি। মেক্সিকোয় ট্রেনের ইতিহাস থেকে গৃহযুদ্ধের সময় স্পেন থেকে পালিয়ে মেক্সিকোয় গিয়ে বসবাস করা মানুষ ইত্যাদি বিপুল পরিধি জুড়ে তাঁর লেখালেখি। প্রবীণ লেখক লাউরা এসকিভেল মেক্সিকোর সাহিত্যে সমসময়ের অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও জনপ্রিয় কলম। এ সংকলনে তাঁর একটি অভূতপূর্ব গল্প নির্বাচন করা হয়েছে। তুলনায় গুয়াদালুপে নেত্তেল এঁদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়সী। পঞ্চাশ বছর বয়সী এই লেখক সতেরো বছর বয়সেই লেখার জন্য পুরস্কার পান। জন্মাবধি তিনি চোখের কিছু বিশেষ অসুখে ভোগেন। তা সত্ত্বেও চারটি উপন্যাস, চারটি কাব্যগ্রন্থসহ দুটি প্রবন্ধের বইও প্রকাশিত। তিনটি মৌলিক ইংরেজি গল্পগ্রন্থও লিখেছেন। এ বছরেই একটি বইয়ের জন্য বুকার পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের শর্টলিস্টে তাঁর নাম উঠেছে। হিস্পানিক সাহিত্যের নবীন কলমের স্বাদ পাঠককে দেবার জন্য তাঁরও একটি গল্প রেখেছি।

এই বইতে স্পেনের তিনজন সাহিত্যিকের লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আনা মারিয়া মাতুতে, কারমেন লাফারেত এবং আলমুদেনা গ্রান্দেস। দুই লেখক দুই ধরনের জঁর লিখে খ্যাতি পেয়েছেন। কিন্তু আলমুদেনার পাঠকসংখ্যা বিপুল এবং

গত চল্লিশ বছরে স্পেনীয় সাহিত্য বলা যায় যারা একরকম শাসন করছেন যেমন খাভিয়ের সেরকাস, এদুয়ারদো মেন্দোসা, রোসা মোন্তেরো এবং খাভিয়ের মারিয়াস ইত্যাদি প্রথম পাঁচজনের মধ্যেই তিনি পড়েন। Las edades de Lulu বা লুলুর নানান বয়স—তাঁর প্রথম উপন্যাস। সেটি পঁচিশটি ভাষায় অনূদিত। এই বইটি স্পেনের নারীবাদী সাহিত্যের বিশের শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখা বলে সমাদৃত হয়। আলমুদেনার প্রায় সমস্ত সাহিত্যকীর্তিই মূলত উপন্যাস এবং বেস্টসেলার। স্পেনের গৃহযুদ্ধের ওপর লেখা ট্রিলজি পোস্টমডার্ন সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে। এই বইতে ওঁর বেস্টসেলার গল্পগ্রন্থ Modelos de las mujeres বা নারীর বিভিন্ন মডেল থেকে গল্প নির্বাচন করা হয়েছে। আরেক সাহিত্যিক কারমেন লাফোরেতের প্রথম উপন্যাস Nada বা কিছু না—এতখানি প্রসিদ্ধ এবং অসংখ্য পুরস্কারপ্রাপ্ত যে ২০০৪ সালে তিনি প্রয়াত হবার পরেও আজও বেস্টসেলার লিস্ট থেকে বইটি সরেনি। যদিও কারমেনের আরও কিছু ছোটগল্প ও উপন্যাসের বই রয়েছে। ২০০৭ সালের পরে কারমেনের মৃত্যুর পরে ওঁর লেখা নিয়ে পাঠকমহলে নতুন করে আগ্রহ শুরু হয়। কারমেনের প্রায় সব লেখার উপজীব্যই মূলত আদর্শবাদী তরুণ চরিত্রের সঙ্গে চারপাশের মধ্যমানতার বিরোধ। স্প্যানিশ ভাষার সাহিত্যে নোবেল পদক সমতুল্য সেরভান্তেস পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিক আনা মারিয়া মাতুতের জন্ম হয়েছিল স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের ঠিক দশ বছর আগে। অতএব গৃহযুদ্ধের প্রভাব তাঁর মননে বিপুলভাবে পড়েছিল। সুররিয়ালিজম এবং মডার্নিজমের মিশ্রণ হলো তাঁর সাহিত্য। কিন্তু জেনারেল ফ্রাংকোর আমলে তাঁর লেখাগুলো বারবার সেন্সরশিপের সামনে পড়ে। বহু লেখাই সরকার দমননীতির অঙ্গ হিসেবে প্রকাশে বাধা দিতে থাকে। ছোটগল্প উপন্যাস এবং শিশুসাহিত্য সবকটি শাখাতেই প্রচুর লিখেছেন তিনি। তাঁর লেখার বিভিন্ন বিষয় থাকলেও সবকটির মূল সুরই ছিল গৃহযুদ্ধ। স্পেনের গৃহযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী পঞ্চাশ বছর ধরে স্বৈরতন্ত্রী শাসন স্পেনের আধুনিকতম লেখকের মনেও তীব্র প্রভাব ফেলে রেখেছে। সমালোচকের দৃষ্টিতে তাঁর উপন্যাস ট্রিলজি Los mercaderes (ব্যবসায়ীরা), Los soldados lloran de noche (রাতে যে সৈনিকেরা কাঁদে) আর La trampa (ফাঁদ) শ্রেষ্ঠ রচনা। এই বইতে তাঁর দুটো গল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চতুর্থ সাহিত্যিকের নামও আনা। আনা মারিয়া মোইক্স। মোইক্স ছিলেন সাংবাদিক, লেখক এবং কবি। প্রথমে কবি হিসেবেই সুবিখ্যাত ছিলেন। অন্যদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে তিনি অনেক লেখেননি। কিন্তু তাঁর লেখায় সমাজের প্রান্তিক মানুষকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে তুলতে বারবার দেখা যায়। এই প্রান্তিকতা ঠিক সমাজের বাকিদের থেকে বিচ্ছিন্নতা নয়, মানে অন্যদের অবহেলায় প্রান্তে চলে যাওয়া নয়। মূলত চরিত্রের অন্তরের দ্বন্দ্বের সমাধান না করতে পারার ফলেই প্রান্তিক হয়ে যেতে হয়েছে। ঠিক এই মানুষগুলোকেই তিনি সাহিত্যের মূল উপাদান হিসেবে দেখিয়েছেন। এই বইয়ে যে গল্পটি বাছা হয়েছে

সেখানেও ফুটবল হয়ে রয়েছে এক চরিত্র হিসেবে। ঠিক এমন বিষয় ওর সমকালীন লেখকেরা তুলে ধরেননি।

এ বইয়ের বিশেষ আকর্ষণ হন্ডুরাসের সাহিত্যিক ও সম্পাদক মারিয়া এউখেনিয়া রামোস। ২০১১ সালে গুয়াদালাখারের বিশ্ব পুস্তক মেলায় সমসময়ের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ পঁচিশজন লাতিন আমেরিকার সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁকে ঘোষণা করা হয়েছে, যাঁদের সম্বন্ধে পাঠক অবহিত নন তখনও। প্রসঙ্গত বলা যাক, গুয়াদালাখারা বইমেলা হলো স্প্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্যের বৃহত্তম মেলা। শক্তিশালী এই লেখকের প্রথম সাহিত্যকীর্তি একটি কবিতা প্রকাশিত হয় একটি পত্রিকায়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ Porque ningun sol es ultimo কেননা কোনো সূর্যই শেষ সূর্য নয়। এটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সাড়া ফেলে বিদগ্ধ মহলে। পরবর্তীকালে বহু লোক বইটির ওপর গবেষণা করেছেন। গল্পগ্রন্থ Una cierta nostalgia বা নির্দিষ্ট এক নস্ট্যালজিয়া প্রকাশিত হলে সে দেশের পাঠক এক অনন্য রীতির গদ্য উপহার পান। যেখানে লাতিন আমেরিকার বুম যুগের প্রবাদপ্রতিম সাহিত্যিক খুয়ান কার্লোস ওনেত্তি, খুয়ান রুলফো ইত্যাদিদের প্রভাব পড়েছে। বাংলা ভাষায় হন্ডুরাসের সাহিত্য সম্বন্ধে পাঠককে ধারণা দিতে এঁর গল্প নির্বাচন করা হয়েছে।

লাতিন সাহিত্য জানতে গেলে স্প্যানিশ ছাড়াও আমাদের পর্তুগিজ সাহিত্যের সন্ধানও রাখা অবশ্য কর্তব্য। লাতিন ভূভাগের সঙ্গেই ওতপ্রোত জড়িয়ে ব্রাজিল। এ বইতে ব্রাজিলের গত শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ক্লারা লিস্পেক্তোরের নাম এ কারণেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্পেনীয় পাঠকমহলে ক্লারা এত বিস্তৃতভাবে পঠিত এবং তাঁর প্রভাব পোস্ট বুম যুগের নারী সাহিত্যিকদের ওপর দারুণ। এমন কোনো নব্য লেখক পাওয়া মুশকিল যার ওপর লিস্পেক্তোরের প্রভাব পড়েনি। আরেক প্রবাদপ্রতিম জীবিত সাহিত্যিক উরুগুয়ের ক্রিস্তিনা পেরি রোসসি লিস্পেক্তোরের প্রচুর কাহিনি স্প্যানিশে অনুবাদ করেছেন। এ বইতে সেখান থেকেই একটি গল্প নেয়া।

কলম্বিয়ার সমাজ ও সাহিত্যে গত শতকের প্রথম একশজন প্রভাবশালী কলমের অন্যতম নাম মার্ভেল মোরেনো। নারীবাদী আন্দোলনের একেবারে প্রথমসারির মুখও তিনি। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের মতো তিনিও 'বারাঙ্কিয়া গ্রুপ'-এর সদস্য বলে পরিগণিত। আটলান্টিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে সে দেশের প্রথম নারী অধ্যাপক ছিলেন তিনি। তাঁর সম্পূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টির সময়টিতেই বিশের শতকের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যেমন কার্লোস ফুয়েন্তেস, খুলিও কোর্তাসার, ভার্গাস ইয়োসাদের পাশাপাশি নিজের শৈলী প্রতিষ্ঠা করেছেন। লেখালেখিতে বারবার নারীর ওপর শোষণ, দমন, পীড়নের কথা বারবার তুলে ধরেছিলেন। তাঁকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হলো।

কিউবার সমসময়ের সাহিত্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া মুশকিল। বাঙালি পাঠক আলেখো কার্পেন্তিয়ের বা ভির্খিলিও পিন্যিয়েরা ছাড়া কজনের নাম জানেন তা বলা মুশকিল। কিন্তু একেবারে পঞ্চাশের নিচে যে তরুণ সাহিত্যিকদের এক শক্তিশালী ঝাঁক লাতিন সাহিত্যে উঠে এসেছে তাঁদের মধ্যে যেমন আছেন বলিভিয়ার এদমুন্দো সোলদান তেমনই আছেন কিউবার দাইনা চাভিয়ানো। এ বইতে চাভিয়ানোর একটি গল্প নেয়া হয়েছে।

সেইসঙ্গে একুয়াদোরের ডিপ্লোম্যাট আমিন্তা বুয়েনান্যিওর একটি গল্পও গৃহীত হয়েছে। একুয়াদোরের কবি আলেইদা কেভেদো আন্তর্জাতিক স্তরে বিখ্যাত হলেও সাহিত্যিকদের মধ্যে আমিন্তার নামও ইদানীং আলোচনায় থাকছে। উপরন্তু তিনি ডিপ্লোম্যাট ও সাংবাদিক হবার কারণে তাঁর পাঠকের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ বেশি।

একই কারণে গুয়াতেমালার প্রাক্তন খাদ্য বিষয়ক রাষ্ট্রদূত এইদা মোরালেসের গল্পও নেয়া হয়েছে। কেননা গুয়াতেমালা মানে আমরা চিনি কেবল মিগেল আংখেল আস্তুরিয়াসকে। তাঁর পরে সাহিত্য কোন পথে এগোচ্ছে তার একটু স্বাদ এইদার লেখায় আমরা পেতে পারি এখানে।

এঁদের মধ্যে কোস্তারিকার রাফায়েলা কোব্রেরাস দে দারিও তুলনামূলকভাবে আগের যুগের লেখক। তিনি ঊনবিংশ শতকের লেখক। কিন্তু রুবেন দারিও সেন্ট্রাল আমেরিকার সাহিত্যে রোমান্টিসিজম আনার পরে তিনি প্রথম মডার্নিজম আনেন। তিনি স্টেলা ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। প্রথম দিককার লেখায় দারিওর প্রভাব ছিল প্রচুর। কিন্তু পরে তিনিই নব্য রীতির গদ্য লেখেন। এখানে সেই কারণেই তাঁর গদ্য অন্তর্ভুক্ত। তাঁর গল্পটি পড়বার সময় ভুললে চলবে না তখন কম্পিউটার ছিল না সে যুগের লেখা। যেমন দাইনা চাভিয়ানোর সময়ে আমরা চ্যাটজিপিটি আবিষ্কারের দুয়ারে এসে গিয়েছি। একটি বইতে একুশটি স্প্যানিশভাষী দেশের নারীদের কলমের সম্পূর্ণ পরিচয় দেয়া অসম্ভব ছিল। তবুও এই বইতে স্প্যানিশ ভাষার উৎসমূল দেশ স্পেন যেটি ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত সে দেশের নারীর কলমের পাশাপাশি দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা থেকে মধ্য আমেরিকার হন্ডুরাস হয়ে পশ্চিম আমেরিকার কিউবা অবধি এক বিস্তৃত এলাকার সাহিত্যের ছবি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস রইল। পাঠক ধন্য হলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। তাহলে পরবর্তী আরও এক পর্বের কাজে হাত রাখতে পারব।

জয়া চৌধুরী
কলকাতা, ২৮ মে ২০২৩
jayachoudhury6@gmail.com

সূচিপত্র

একটি প্রতিশোধ • ইসাবেল আইয়েন্দে ১৫
মৃত্যুবিরোধী বারবারা • আলমুদেনা গ্রান্দেস ২৩
মাছ ধরার দিনগুলো • আনা মারিয়া শুয়া ৩৩
লাল রিবন • মারিয়া এউখেনিয়া রামোস ৪০
অসীম জীবন • ইসাবেল আইয়েন্দে ৪৮
চিরকালীন কুমারী • মার্ভেল মোরেনো ৫৯
স্ট্যাচু বিক্রেতা • সিলভিনা ওকাম্পো ৬৫
ফিরে আসা • কারমেন লাফোরেত ৬৯
এ হয়তো ভগবানের লীলা, তবে এমন আরও হতে পারে! • লাউরা এসকিভেল ৭৫
বেগুনি রং ও পায়রারা • রাফায়েলা কোন্ত্রেরাস দে দারিও ৭৯
ধ্বংসের মাঝখানে • মারিয়া এউখেনিয়া রামোস ৮৫
নশ্বর পাপ • সিলভিনা ওকাম্পো ৮৮
পরিচয় • এলেনা পোনিয়াতউস্কা ৯৪
রুপোলি মানুষ • ইসাবেল আইয়েন্দে ৯৬
মৃত্যুকে বেছে নিতে গিয়ে • মারিয়া এউখেনিয়া রামোস ১০২
কাচে লেপটে থাকা মুখ • সিলভিনা ওকাম্পো ১০৮
পাগলামির প্রশংসা • দাইনা চাভিয়ানো ১১০
নিস্তব্ধতা • ক্লারিস লিস্পেক্তোর ১১৫
মনের পছন্দ • এউদা মোরালেস ১১৮
ভুলের পাপ • আনা মারিয়া মাতুতে ১২২
মেনি • আমিন্তা বুয়েনান্যিও ১২৭
দোকানের ওরা • আনা মারিয়া মাতুতে ১৩০
পার্সিফোন • গুয়াদালুপে নেত্তেল ১৩৭
জুলিয়া ম্যাডাম • আমপারো দাভিইয়া ১৪১

লেখক পরিচিতি ১৫০

একটি প্রতিশোধ

ইসাবেল আইয়েন্দে

ঝলমলে মাঝদুপুরে ওরা রানি উৎসবের জুঁইফুল লাগিয়ে দুলসে রোসা ওরেইয়ানোকে অভিষিক্ত করেছিল। অন্য সব প্রতিযোগীদের মায়েরা বলাবলি করছিল অন্যায়ভাবে মেয়েটা পুরস্কার পেল। যেহেতু ও সেনেটর আনসেলমো ওরেইয়ানোর মেয়ে তাই ওরা ওকেই দিত। উনি তো গোটা প্রদেশের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষ। যদিও তারা স্বীকার করত যে মেয়েটা বেশ নম্র সভ্য, পিয়ানো বাজায়, সবচেয়ে সুন্দর নাচে, কিন্তু অন্যান্য প্রতিযোগীরা আরও বেশি সুন্দরী ছিল। পোডিয়ামে দাঁড়ানো রোসাকে ওরা আপাদমস্তক দেখছিল—অরগান্ডির পোশাক পরা, মাথায় ফুলের মুকুট, উপস্থিত দর্শকদের দিকে তাকিয়ে অভিবাদন করছিল। দাঁতে দাঁত চেপে গালাগালি করছিল ওরা। তাই কয়েক মাস বাদে যখন ওরেইয়ানোদের বাড়িতে দুর্ভাগ্যের বীজ বপন করতে ঢোকে তখন তাদের কয়েকজন দারুণ খুশি হয়েছিল। সে বীজ অঙ্কুরোদ্গম হতে অবশ্য পঁচিশ বছর সময় লেগেছিল।

রানি নির্বাচনের দিন রাত্রিবেলা সান্তা তেরেসার সিটি হলে নাচ ছিল। দূর-দূরান্তের শহর থেকে যুবকেরা এসেছিল দুলসে রোসাকে চিনবার জন্য। রোসা এত খুশি ছিল আর এত মানুষের সঙ্গে এমন দ্রুততায় নেচেছিল যে ওরা বুঝতেই পারেনি আসলে ও এতটা রূপসী নয়। ফেরার সময় ওরা বলাবলি করছিল এমন সুন্দরী আগে কখনো দেখেনি। এভাবেই রূপসী বলে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল যা পরেও কখনো মিথ্যে প্রমাণ হয়নি। ওর ফিনফিনে ত্বক আর স্বচ্ছ চোখের এমন বাড়াবাড়ি বর্ণনা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল যে প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব ফ্যান্টাসির অংশও তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল। দূর-দূরান্তের কবিরা তাদের সনেট কবিতা রচনা করেছিল সেই কাল্পনিক সুন্দরী দুলসে রোসার নামে।

এই রূপমুগ্ধতার কাহিনি সেনেটর ওরেইয়ানোর বাড়িতে তাদেও সেম্পেদেসের কানেও এসে প্রবেশ করেছিল। তাদেও কখনো ওকে চেনার কথা কল্পনাও করেনি। কারণ এযাবৎ তার অস্তিত্বের দিনগুলোতে কখনোই কবিতা কিংবা নারীদের শেখার সময় ছিল না। সে শুধুই গৃহযুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। যবে থেকে গোঁফ কামাতে শুরু করেছিল তখন থেকেই তার কাঁধে অস্ত্র উঠেছিল। দিনমান সে গুলির আওয়াজ,

ধোঁয়া ধুলোর মধ্যে ডুবে থাকত। তার মায়ের চুমুর স্মৃতি ভুলেছিল, এমনকি প্রার্থনার মন্ত্রগুলোও আর মনে পড়ত না। লড়াইয়ের কারণেই যে সবসময় সে অস্ত্র হাতে তুলত তা নয়, কারণ সন্ধির সময়গুলোতে তাদের নিজেদের পক্ষের বিরূপতার বিরুদ্ধেও লড়তে হতো তাকে। এই বাধ্যতামূলক শান্তির সময়কালেও তাকে জলদস্যুদের মতো কাটাতে হতো। অতএব পুরুষটিকে হিংসার আবহে বসবাস করতে হতো। গোটা দেশের সব প্রান্তে তাকে দৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হতো। যখন তারা পরাস্ত হতো, তখন তাদের ছায়াদের বিপক্ষে লড়তে হতো, না হলে ছায়াদের উদ্ভাবন করেও লড়তে হতো। আর তাই তাকে লড়াই করতেই হতো যতদিন পর্যন্ত না তার দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করে। দিনরাতের সবটা সময় তাকে গোপনে ক্ষমতা বহন করতে হতো, উদ্বিগ্ন থেকে যাবার অজুহাতও শেষ হয়ে গেছিল তার।

তাদেও সেম্পেদেসের শেষ মিশন ছিল সান্তা তেরেসায় শাস্তিমূলক অভিযান। বিরোধীদের উচিত শিক্ষা দেয়া আর বিপক্ষের মাথাগুলোকে শেষ করার জন্য একশ কুড়ি জন লোক নিয়ে রাতের বেলায় সে শহরে ঢুকেছিল। সরকারি বাড়িগুলোর জানালায় গুলি ফুঁড়ে দিয়েছিল, গির্জার দরজা ভেঙে দিয়েছিল। সেখানেই তারা সেখানকার উচ্চ পদাধিকারী স্বয়ং বিশপ ক্লেমেন্তের দেখা পায়। হই হট্টগোলের মধ্যে উনি সেনেটর ওরেইয়ানোর বাড়ির দিকে তাদের দলবলকে পথ দেখিয়ে দেন, যিনি নিজে তখন পাহাড়চূড়ায় গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

উঠোনের শেষপ্রান্তের ঘরটায় মেয়েকে বন্দি করে রেখে, কুকুরগুলোর লাগাম খুলে দিয়ে অনুগত এক ডজন ভৃত্য নিয়ে সেনেটর ওরেইয়ানো তাদেও সেম্পেদেসের জন্য প্রতীক্ষায় ছিলেন। সে সময় সেনেটর আক্ষেপ করছিলেন ওঁর কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী নেই বলে। সেই সব মানুষ যে বা যারা সময়কালে হাতে অস্ত্র তুলে নেবে আর বাড়ির সম্ভ্রম বাঁচাবে, যেমন তিনি তাঁর জীবনে বহুবার করেছেন। নিজেকে খুব বৃদ্ধ মনে হচ্ছিল, কিন্তু এসব ভাববার মতো সময়ও বেশি ছিল না হাতে। দেখেছিলেন রাতের আঁধারে পাহাড়ের ঢালে একশ কুড়িটা ভয়ংকর জ্বলন্ত মশাল এগিয়ে আসছিল বাড়িটার দিকে। নিঃশব্দে শেষ সঞ্চিত অস্ত্রগুলো তিনি তুলে দিলেন অনুগতদের হাতে। সকলেরই তো জানা ছিল যে সারা রাত যুদ্ধ করে ভোরবেলায় পরাজিত শহিদের মতো সকলে মারা যাবে।

—শেষ লোকই সে ঘরের চাবিটা নেবে যে ঘরে আমার মেয়ে আছে, আর তার শেষ কর্তব্য সমাপ্ত করবে—গুলির প্রথম আওয়াজ শুনেই সেনেটর বললেন।

সেই সব মানুষগুলো দুলসে রোসাকে জন্মাতে দেখেছিল। যখন সে হাঁটতেও শেখেনি তাকে কোলে তুলেছিল। শীতের বিকেলগুলোতে তাকে বানিয়ে বানিয়ে অনেক গল্প বলেছিল। তাকে পিয়ানো বাজাতে শুনেছিল। সে মেয়ে যেদিন রানি

উৎসবের রানির মুকুট জিতেছিল সেদিন তার জন্য আবেগে উদ্বেল হয়ে প্রশংসা করেছিল। তার বাবা শান্তিতে মরে যেতে পারতেন, কেননা তাঁর মেয়ে তাদেও সেম্পেদেসের হাতে কখনোই পড়বে না। তবে সেনেটর ওরেইয়ানো যেটা কখনোই ভাবেননি সেটা হলো যে যুদ্ধে তাঁর প্রমত্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শেষ ব্যক্তি হিসেবে তিনিই মারা যাবেন। একের পর এক বন্ধুকে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখলেন আর বুঝলেন প্রতিরোধ করা এরপর একেবারেই অর্থহীন হয়ে যাবে। তাঁর পেটের মধ্যে গুলি লেগেছিল। আলো কমে গিয়েছিল, নিজের এলাকার দেয়াল বেয়ে যে ছায়ামূর্তিগুলো উঠছিল তাদের ভালো করে চিনে উঠতে পারছিলেন না, কিন্তু তিন নম্বর উঠোনটায় নিজেকে হিঁচড়ে টেনে নেবার কথাটা ভুল করেননি। তাদের সারা গায়ে দুঃখরক্ত মাখা ছিল, কুকুরগুলো তাদের গন্ধ চিনতে ভুল করেনি। তিনি তালার মধ্যে চাবি ঢুকিয়েছিলেন। ভারী দরজাটা খুলে ঘোলাটে চোখে দেখলেন দুলসে রোসা ওঁর জন্য অপেক্ষা করছে। দেখলেন রোসা তার রানি বাছাই উৎসবের পোশাকটাই পরে আছে, মাথায় ফুলের মুকুট পরা।

—সময় হয়েছে মামণি—হাতের বন্দুকটা নিয়ে দুপায়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন তিনি, ততক্ষণে দুপায়ের ফাঁকে এক পুকুর রক্ত।

—আমাকে মারবেন না বাবা—দৃঢ় গলায় মেয়ে বলল, আমাকে বেঁচে থাকতে দিন প্রতিশোধ নেবার জন্য, আমায় প্রতিশোধ নিতে দিন।

সেনেটর আনসেলমো ওরেইয়ানো দেখলেন তাঁর পনেরো বছরের কিশোরী মেয়ের মুখ আর কল্পনা করলেন তাদেও সেম্পেদেস কী করবে সেটিকে নিয়ে। কিন্তু দুলসে রোসার স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টিতে দারুণ প্রত্যয় ছিল। তিনি জানতেন যে তাঁর ঘাতকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারবে সে। বালিকা তার খাটের ওপর বসল। আর সেনেটর দরজার দিকে মুখ করে তার পাশে গিয়ে বসলেন।

মরণাপন্ন কুকুরদের শব্দও অবশেষে থেমে গেলে তিনি তাঁর লাঠিটি মেয়েকে দিলেন। আর ঘরের ভেতর লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল আক্রমণকারীদের প্রথম দলটা। জ্ঞান হারানোর আগ পর্যন্ত সেনেটর ছয় রাউন্ড গুলি ছুড়তে পেরেছিলেন। তাদেও সেম্পেদেস ভেবেছিল সে স্বপ্ন দেখছে যেন কোনো একজন মরণাপন্ন বৃদ্ধকে কোনো পরি তার দুহাতের মধ্যে আগলে ধরে রেখেছে, তার সাদা পোশাক রক্তে ভেসে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখার পরে তার আর করুণা হলো না। কেননা বহু ঘণ্টা ধরে লড়াইয়ের পরে সে যুদ্ধ নেশায় উন্মত্ত ছিল।

—এই মেয়েটা আমার—বলা মাত্রই তার দলবল মেয়েটিকে তুলে নিল।

নিরানন্দ শুক্রবার এলো। আগুনের ছাই মাখা সে দিন। পাহাড়ে গভীর নীরবতা। দুলসে রোসা যখন তার পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হেঁটে বাগানে ঝরনার দিকে যেতে পারল ততক্ষণে সব চিৎকার থেমে গিয়েছে। গতকালই

ঝরনাটার চারধারে ম্যাগনোলিয়া ফুল ফুটে রয়েছিল এখন সেটার চারদিকে ভাঙাচোরা আবর্জনা ভরা কর্দমাক্ত ডোবা। অরগ্যান্ডির পোশাক এখন স্রেফ ছেঁড়া টুকরোই শুধু নয় প্রায় নগ্ন অবস্থা তার। শীতল জলে ডুব দিল সে। বার্চ গাছের ফাঁকে সূর্য দেখা যাচ্ছিল। বালিকা দেখল রক্ত ধোয়ার পরে জলের রং গোলাপি হয়ে উঠেছে, তার আর বাবার পায়ের ফাঁক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। বাবার মাথায় রক্ত জমাট বাঁধা। পরিচ্ছন্ন, শান্ত হয়ে চোখের জল মুছে সে একবার ধ্বংসস্তূপের মধ্যদিয়ে বাড়িতে হেঁটে গেল। নিজেকে ঢাকবার জন্য সে কিছু খুঁজছিল। একটা দড়ি দিয়ে বোনা চাদর পেল। বাবার দেহাবশেষ নেবার জন্য সেটা নিয়ে সে বেরিয়ে এলো পথে। ওরা তাকে ঘোড়ার পায়ে জুড়ে দিয়ে বেঁধে ফেলেছিল আর পাহাড়ের ঢালে ওঁকে ওরা ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। ততক্ষণে দেহটি হতভাগ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন টুকরোয় পরিণত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর মেয়ের ভালোবাসার চোখ সেটি ঠিক চিনতে পেরেছিল। তাঁকে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে দিল। তারপর পাশে বসে রইল দিনের আলো ফোটার অপেক্ষায়। সান্তা তেরেসার প্রতিবেশীরা যখন ওর ভিলাতে ঢুকবার চেষ্টা করছিল তখন তাকে এ অবস্থাতেই দেখেছিল। মৃত দেহগুলোর সৎকার করবার জন্য, আগুনের শেষ ফুলকিগুলো নিভিয়ে দিতে দুলসে রোসাকে ওরা সাহায্য করেছিল, আর তাকে অনুরোধ করেছিল তার ধর্ম-মার সঙ্গে অন্য শহরে চলে যেতে যেখানে তার ইতিহাসের কথা কেউ জানবে না। কিন্তু মেয়ে রাজি হলো না। তখন তারা বাড়িটা আবার তৈরি করে দিতে হাত লাগাল আর সেই সঙ্গে ছয়টা সাহসী কুকুরকে দিল তাকে পাহারা দেবার জন্য।

সেই মুহূর্ত থেকে তাদের বুকের ভেতর তখনও জীবন্ত রোসার বাবাকে তারা বয়ে নিয়ে চলেছিল। দরজাটা পিঠ দিয়ে বন্ধ করে, কোমর থেকে চামড়ার বেল্ট আলগা করেছিল তাদেও সেস্পেদেস।

দুলসে রোসা প্রতিশোধ নেবার জন্য বেঁচে ছিল। পরবর্তী বছরগুলোতে এই ভাবনাটা তাকে রাতভর চিন্তায় আর দিনভর কাজে ব্যস্ত রাখত। কিন্তু তবুও তার হাসি পুরো মুছে যায়নি কিংবা সদিচ্ছাকেও সে শুকিয়ে ফেলেনি। সে তার সৌন্দর্যের খ্যাতি বাড়িয়ে তুলেছিল। কেননা চারণ কবিরা দিকে দিকে তার কাল্পনিক রূপের বর্ণনায় ব্যস্ত ছিল, আর সেসব প্রায় উপকথার মতো হয়ে গিয়েছিল। ভোর চারটের সময় প্রতিদিন সে উঠত পোষা জন্তুগুলোকে মাঠে চরতে নেবার জন্য। তারপর বাড়ির কাজকর্ম সারত। তার পোষা জন্তুগুলোর পিঠে চেপে সে দৌড়াত, কেনাবেচা করত দরদারি করত। জন্তুদের বড় করে তুলছিল। তার বাগানের জুঁই আর ম্যাগনোফিলিয়া ফুলগুলোকে সযত্নে তদারক করছিল। বিকেল হলে প্যান্ট, জুতো, অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলত। তারপর শহর থেকে সুগন্ধি ট্রাঙ্কে করে আনা দারুণ দারুণ সব পোশাক পরত। রাত নামলে তার দর্শনার্থীদের আসা শুরু হতো। ওরা তাকে

দেখত পিয়ানো বাজাতে। আর সেই অবসরে কাজের লোকেরা গ্লাসে করে ওরচাতা (মেক্সিকোর এক প্রকার দেশি মদ, ভাত পচিয়ে বানানো) আর ট্রে ভরা কেকপেস্ট্রি এনে পরিবেশন করত। প্রথম প্রথম অনেকেই প্রশ্ন করত কেমন করে একজন অল্পবয়সী প্রায় বালিকা মেয়ে কোনো স্যানাটরিয়ামে বলবর্ধক পোশাক পরে না থেকে কিংবা সন্ন্যাসিনীদের মঠে ব্রহ্মচারিণী হয়ে দিন না কাটিয়ে এইভাবে কাটাত। যাই হোক যেহেতু ওরেইয়ানোদের বাড়িতে পার্টি লেগেই থাকত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষজন সেই দুঃখকর ঘটনার কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল। আর নিহত সেনেটরের নামও মুছে দিয়েছিল। কিছু খ্যাতনামা ধনী ভদ্রলোক ধর্ষণের তকমাটাকেও মন থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। বরং তার রূপ আর জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিত। সবাইকে সে ফিরিয়ে দিয়েছিল। কারণ এ পৃথিবীতে তার একটাই ব্রত ছিল—প্রতিশোধ নেয়া।

তাদেও সেম্পেদেস কখনোই সেই দুঃখরাতের কথা ভোলেনি। সে গণহত্যার রাতের ফল আর হিংস্রতার সেই উত্তুঙ্গ উল্লাস কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চলে গিয়েছিল। শান্তিমূলক অভিযানের গল্প বলবার জন্য রাজধানীর দিকে যখন সে যেত, তখন স্মৃতি হাতড়াত সেই মাথায় জুঁইফুলের মুকুট পরা, নাচের পোশাক পরা যে বালিকার চেহারা, যাকে সে সেই বারুদের গন্ধ ভর অন্ধকার ঘরে জড়িয়ে ধরেছিল। ফিরে ফিরে আবার সে শেষ মুহূর্তের স্মৃতি মনে করত। মেঝের ওপরে পড়ে থাকা সেই মেয়ে, সারা শরীর ছিন্নভিন্ন রক্তে রাঙা পোশাক পরা। এভাবে প্রতিরাতে ঘুমাবার আগে তাকে ভাবত সে। শান্তিস্থাপনা, সরকারি বাহিনী, আর ক্ষমতার ব্যবহার তাকে ধীরস্থির ও পরিশ্রমী মানুষে পরিণত করেছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গৃহযুদ্ধের স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল সবার কাছে। ক্রমশ মানুষ তাকে মিস্টার তাদেও বলে ডাকতে শুরু করেছিল। পাহাড়ের উলটো ঢালে জমি কিনেছিল আর বিচার বিভাগে কাজ করা শুরু করে শেষে মেয়র পদে অভিষিক্ত হয়েছিল। দুলসে রোসা ওরেইয়ানোর অবিশ্রান্ত রূপগাথা যদি প্রচলিত না থাকত তাহলে হয়তো সে সুখ ছুঁতে পেত। কিন্তু চলার পথে যত নারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, যেসব নারীকে বুকের মধ্যে টেনেছিল, দীর্ঘ বছরগুলোতে যতবার ভালোবাসার খোঁজে ছুটেছিল তাদের সবার মধ্যে শুধু ভেসে উঠত সেই উৎসবের রানির মুখ। আর আরও বেশি দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো কবিরা তাদের গানে রোসার নাম উচ্চারণ করত বলে হৃদয়ে রোসার নাম ভোলোার অনুমতি পেত না সে। সেই যুবতী মুখ তার বুকের মধ্যে ছেয়ে থাকত সম্পূর্ণ। একদিন সে আর সইতে পারল না। তার ছাপ্পান্ন বছরের জন্মদিনের এক পার্টিতে খাবার টেবিলের মাথায় বসে ছিল তাদেও। চারদিকে আত্মীয় বন্ধু সহযোগী বেষ্টন করে আছে, সে টেবিলক্লথের ওপরে রাখা জুঁইয়ের কুঁড়ির মধ্যে সেই মুকুট পরা নগ্না নারীকে দেখল। দেখা মাত্রই মনে হলো এই মেয়ে তাকে

শান্তিতে থাকতে দেবে না, এমনকি মরে যাবার পরেও না। টেবিলে একটা জোর ঘুসি মেরে তার টুপি আর লাঠি চাইল।

—কোথায় যাচ্ছেন মিস্টার তাদেও?—ম্যানেজার জিজ্ঞেস করলেন।

কোনো রকম বিদায় সম্ভাষণ না করে যেতে যেতে বলল—একটা পুরনো ক্ষত সারাতে।

তাকে খোঁজার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ বরাবর সে জানত সেই হতভাগ্য বাড়িটিতেই সে মেয়েটির দেখা পাবে। সেদিকেই গাড়ি ঘোরাল। ততদিনে এলাকাতে ভালো ভালো রাস্তা তৈরি হয়ে গেছিল। দূরত্ব অনেক কম মনে হতো। এতগুলো দশকে প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও বদল ঘটে গেছিল। কিন্তু পাহাড়ের শেষ বাঁকটা ঘোরা মাত্র সেই ভিলাটা চোখে পড়ল, তার দলবল লুট করার আগে যেমনটি ছিল। সেখানে নদী থেকে আনা পাথর দিয়ে গড়া দেয়াল ছিল যা সে ডিনামাইট দিয়ে ফাটিয়ে দিয়েছিল। পুরনো কড়িকাঠের ছাদ পুড়িয়ে দিয়েছিল। সেখানে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল সেনেটরের অনুগামীদের মৃতদেহ। সেই উঠোন যেখানে কুকুরদের বীভৎসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। দরজার একশ মিটার দূরে গাড়ি থামাল। আর এগোতে সাহস করল না। মনে হচ্ছিল বুকটা ফেটে যাবে। যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবার জন্য গাড়ি ঘোরাল আধপাক। ঠিক তখনই গোলাপঝাড়ের মাঝখান থেকে এক স্কার্ট পরা মূর্তি উঠে দাঁড়াল। সব শক্তি দিয়ে চোখ বুজে ফেলল যাতে মেয়েটি তাকে চিনতে না পারে। সন্ধ্যা ছটার নরম আলোয় দুলসে রোসা ওরেইয়ানো বাগানের পথ দিয়ে যেন ভেসে এসে দাঁড়াল। তার ঘোড়াগুলোকে দেখল। তার উজ্জ্বল মুখ, হাবভাবের সুললিত ছন্দ, উড়ন্ত স্কার্ট যেন সে পঁচিশ বছর আগে দেখা কোনো স্বপ্নে থমকে রয়েছে।

—অবশেষে এলেন তাদেও সেম্পেদেস?—তার হাতদুটো এখনও সেই দস্যুদের মতোই ছিল।

দুলসে রোসা সন্তুষ্টির স্বরে ফিসফিস করে কথা বলল। দিনরাত ভাবনা জুড়ে এই লোকটাকে শুধু ডেকে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত সে এলো সেখানে। সময় হয়েছে এবার। চোখের দিকে চেয়ে দেখল। সেখানে জল্লাদের কোনো চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারল না সে, শুধু শীতল অনুতাপের জল। নিজের মন খুঁড়ে দেখল সারাটা জীবন ধরে লালন করে রাখা ঘেন্নাটাকে, কিন্তু দেখা পেল না তার। প্রতিশোধ নেবার কারণে তার বাবার কাছে বেঁচে থাকতে চেয়ে ভিক্ষে পাওয়া জীবনের কথা মনে পড়ে গেল তার। তাকে জাপটে ধরা সেই পুরুষটির নোংরা হাত দুটোর কথা মনে পড়ে গেল তার, পরদিন ভোরের কথাও, যখন সে রক্তমাখা দড়ির বিছানার চাদর জড়ানো শরীর ছিল মাত্র। সেই কথা মনে পড়ল। প্রতিশোধ নেবার পরিকল্পনাটাকে আর একবার মনে করে নিল। কিন্তু প্রত্যাশিত আনন্দ অনুভব